আজকের কাগজ

তারিখ ... 25-OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ ...

102

নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজের ছাত্র প্রতিনিধি দলের সঙ্গে শেখ হাসিনা

ছাত্র সমাজের রক্তস্নাত দশদফা সরকার আজো মেনে নেয়নি

কাগজ প্রতিবেদক ঃ গতকাল বিরোধী দলীয় নেত্রীর সরকারি বাসভবনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজ ছাত্র সংসদের কর্মকর্তা ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সাক্ষাৎ করেন।

এ সময়ে নেতাদের মধ্যে সর্বজনাব ওবায়দুল কাদের, সিদ্দিক হোসেন, সাবেক ছাত্র নেতা এস. এম. কামাল হোসেন, কামরুজ্জামান আনসারী ও ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম উপস্থিত ছিলেন।

কলেজের পক্ষে ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম পুলক, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আদনান সিদ্দিকী ও কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান লিটন, কলেজের বিরাজমান সমস্যা ও ছাত্রদের ওপর মিথ্যা মামলা, পুলিশী নির্যাতনের বিবরণ তুলে ধরেন।

শেখ হাসিনা দীর্ঘক্ষণ ধৈর্যসহকারে তাদের বক্তব্য শুনেন এবং বলেন, গণ-মানুষের আকাংখার পরিপূরক হিসেবে ছাত্রলীগের মূলনীতিকে সামনে রেখে শিক্ষার মহানব্রতে, শান্তির অন্বেষায়, প্রগতির লক্ষ্যে ছাত্রলীগের কর্মীদেরকে গড়ে উঠতে হবে এবং বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগঠন ছাত্রলীগকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি দুঃখী মানুষের মুক্তির জন্যে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফলতা লাভ করার পর বর্তমান ক্ষমতাসীন শাসক দল ছাত্র জনতার প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। ছাত্র সমাজের রক্তস্নাত ১০ দফা শাসক গোষ্ঠী মেনে নেয়নি। স্বৈরাচারী ধারায় দেশকে শাসন করছে। ছাত্র জনতার ওপর চলছে নির্যাতন, অত্যাচার ও পুলিশী হয়রানি। ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশ জুড়ে চলছে সীমাহীন সন্ত্রাস। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত। নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজসহ দেশের বিভিন্ন বিদ্যাপীঠগুলোতে চলছে অস্ত্রের ঝনঝনানি। সশস্ত্র সন্ত্রাসী ঘটনায় বহু মায়ের কোল খালি হচ্ছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের হলগুলো থেকে ভিন্নমতাবলম্বী বৈধ ছাত্রদের বের করে দিয়ে দখলের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি হয়েছে এক অশান্ত পরিবেশ। গোটা শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কাঠামো ও উচ্চপদগুলোতে অযাচিতভাবে দলীয়করণের ফলে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে এক অরাজক অবস্থা। অভিভাবককুল চরম উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলার জনগণ একটি উন্নত জীবনের স্বপ্নকে সামনে রেখে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে আত্মত্যাগ স্বীকার করেছে। কিন্তু শাসক দলের অপরিকল্পিত ভ্রান্ত দেশ শাসন, সন্ত্রাসী শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা দান, দলীয়করণ ও দখলীকরণ, ঘুষ-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, পরমত অসহিষ্ণুতা, গণতন্ত্রকে লালন-পালন করার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা সর্বোপরি গণতন্ত্র বিরোধী মানসিকতা ও কার্যক্রমে দেশবাসীর সেই স্বপ্ন বিলীন হয়ে যেতে বসেছে।